বহতা অংশুমালী মুখোপাধ্যায়

নির্ভরশীল আর বেবল মিনার

আমি এক একান্ত শিশুর মতন

আপনাকে দেখছি

এই ঘর থেকে ওই ঘর

এই পাঠ থেকে ওই পাঠ

এই জীবন থেকে ওই জীবন

আপনারই সঙ্গে সঙ্গে

ফিরছে আমার ঘাড়

ঘুরছে আমার চোখ

হাঁটতে পারি না তবু

চলতে পারি না

কোন অতিক্রম নেই

আপনাকে রোদ ভেবে শুধু

গাছের ডালের মতো খানিক সরণ

আমার এ অপারগ স্থিতাবস্থা তুচ্ছ করছেন?

জানেন কি বিবর্তন স্তন্যপায়ী মানবশিশুকে

কেন অসহায় ক'রে ফেলে রাখে? কীভাবে সমাজ

শিকড় প্রোথিত করে ধীরোচ্চারে? কীভাবে ভাষারা

অনুকরণের কাছে, শায়িত শিশুর কাছে ঋণী?

এমন অপারগতা নেই বলে শিম্পাঞ্জিরা

লক্ষ লক্ষ বছরেও স্বাবলম্বী, অনির্ভরশীল

শুধু একটি কাঠি দিয়ে খুঁটে যায় পোকার বাসাটি

শুধু একটি পাথরেই ভাঙে কাঠবাদামকে তারা

পৃথিবীর বায়ুপর্দা উল্টিয়ে মানুষের মতো

টাওয়ার অফ বেবলের চূড়ায় দাঁড়িয়ে কোনদিন

ছায়াপথে চোখ রাখে? স্বাবলম্বী মনুষ্যেতর?

যোগাযোগহীন দ্বীপ, ভাষা নেই, ইতিহাস নেই

স্মৃতি নেই, অবিচল চোখ নেই আমার মতন

বিবর্তন নেই, কোন নির্লজ্জ প্রেমপত্র নেই

অথচ ভাষারা আজ নিতান্তই অসেতুসম্ভব

বহুভাষ প্রাচীরের দৈব ষড়যন্ত্র মেনে নিয়ে

আমাদের বেবলের মিনারটি ধুলোয় লুটোয়

আমাদের কথাগুলি একান্ত অনুবাদহীন

কী বলি টানেলে আর অন্যদিকে কী বা পৌঁছয়

তাই যদি পাঠ করি শুয়ে শুয়ে ভুরুর কুঞ্চন

কণ্ঠের দ্রব ভাব, হাতের নিক্ষিপ্ত অস্থিরতা

পরম নির্ভর যদি পাঠ করি দূর থেকে আজ

পড়ার টেবিল তার, সরোদের দীর্ঘ নীরবতা

একলা সাঁতার তার অচেনা সাগরে বহুদূর

অনুকরণের সেই সামাজিক কারসাজি মেনে

হয়তো দাঁড়াবো উঠে নার্সিসাস আমি একদিন

হয়তো এ প্রতিধ্বনি আবার ধ্বনির রূপ নেবে

আপনাকে ভালোবেসে, আপনাকে অধিগত জেনে

[কবিতা হয়তো কিছুটা মেশিনলেভেল ল্যাংগুয়েজ, যে সরাসরি মাথাযন্ত্রটির সঙ্গে কথা বলতে পারে। তাকে চোখের আর কানের মূর্ত ও শ্রুত মাধ্যমে অনূদিত হতে হয় না। সিনেমার যে পথ বন্ধুর, কবিতার সে পথ পাহাড়ী মেয়ের হাঁটা রাস্তা। কবিতার শুরুটি হয়তো তাই একার্থে চলচ্চিত্রধর্মী! কিন্তু সিনেমা কি কেবল মাত্র কয়েকটি শটে নির্ভরশীলতার যুক্তি খুঁজতে আর যোগাযোগহীনিতার প্রতিকার চেয়ে জীববিজ্ঞানী মার্ক প্যাগেলের ভাষাতত্ত্ব ও বিবর্তনবাদ হয়ে, গ্রীক নার্সিসাস আর ইকোর (https://www.ted.com/talks/mark_pagel_how_language_transformed_humanity), বাগান থেকে মেসোপটে-মিয়ার টাওয়ার অফ বেবলে ঘুরে আসতে পারতো? কি জানি!]

বহতা অংশুমালী মুখোপাধ্যায় পেশায় কম্পিউটারে কোডলেখক। নেশায় সিন্ধুলিপির মূক চিহ্নাবলির অর্থ উদ্ঘাটনে আগ্রহী। এই বিষয়ে তাঁর হ্যালুসিনেশনসমূহ ইতিমধ্যে নেচার গ্রুপের একটি জার্নালে দুটি প্রবন্ধের আকারে প্রকাশিত হয়েছে। আরো কিছু গবেষণাপত্র প্রকাশিতব্য। বহতার একাধিক কবিতা নানা ক্ষুদ্রপত্রে প্রকাশিত। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঠুং শব্দ হলেই কবিতা' (ঐহিক, ২০২০)।